সংবাদ

তারিখ ১৬ AUG ২০১৭
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ১

জাতীয় শোক দিবসেও

উত্তপ্ত কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়

শিক্ষকের বিরুদ্ধে ক্লাস করানোর অভিযোগ

প্রতিনিধি, কুবি

১৫ আগস্ট জাতীয় শোক দিবসেও নানা ঘটনায় উত্তাল ছিল কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয় (কুবি)। জাতীয় শোক দিবসে এক শিক্ষকের ক্লাস নেয়ার অভিযোগে ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ মিছিল এবং প্রশাসনিক ভবনে তালা ঝুলিয়ে ওই শিক্ষকের বহিষ্কার দাবি করে উপাচার্য বরাবর স্মারকলিপি দিয়েছে কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগ। এদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের বঙ্গবন্ধু পরিষদকে বঙ্গবন্ধুর ভাস্কর্যে ফুল দিতে না দেয়ার অভিযোগে জাতীয় শোক দিবসের আলোচনা অনুষ্ঠান বর্জন করে কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি। অন্যদিকে প্রশাসনের দুর্নীতির বিরুদ্ধে সেই শিক্ষক ৩য় দিনের মতো শোক দিবসেও বঙ্গবন্ধুর ভাস্কর্যের সামনে অবস্থান করে।

জানা যায়, গত সোমবার সকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের নবনির্মিত ভাস্কর্যের উদ্বোধন করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আলী আশরাফ। এরপর জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে ক্যাম্পাসে শোক র‍্যালি ও বিশ্ববিদ্যালয়ের বঙ্গবন্ধুর ভাস্কর্যে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করে বিশ্ববিদ্যালয় পরিবার। শোক দিবসে বঙ্গবন্ধুর ভাস্কর্যে শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে আলোচনা সভা চলছিল প্রশাসনিক ভবনের ৪১১নং কক্ষে। এ সময় শাখা ছাত্রলীগের সভাপতি ইলিয়াস হোসেন সবুজ ও সাধারণ সম্পাদক রেজাউল ইসলাম মাজেদ জানতে পারেন গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের সভাপতি মাহবুবুল হক ভুঁইয়া ২০১৫-১৬ শিক্ষাবর্ষের ক্লাস নিচ্ছেন। শাখা ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা তখন ওই ক্লাসে যান। পরে তারা গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের সভাপতির বহিষ্কার দাবি করে ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ করে প্রশাসনিক ভবনের তালা লাগিয়ে দেয়। শোক দিবসে ক্লাস নিয়ে ওই শিক্ষক শোক দিবসকে অবমাননা করেছেন এমন অভিযোগ করে তার বহিষ্কার দাবি করে ২৪ ঘণ্টা সময়সীমা বেঁধে দিয়ে উপাচার্যকে একটি স্মারকলিপি দেয় শাখা ছাত্রলীগ।

তবে গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের ওই ব্যাচের শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কথা বললে তারা জানান, 'এটা ক্লাস ছিল না। আমাদের সেমিস্টার পরীক্ষা চলমান এবং অনেক আগেই পরীক্ষার জন্য সেমিস্টারের ক্লাস বাতিল করা হয়েছে। আগামীকালের পরীক্ষা সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে আমরা স্যারের সঙ্গে কথা বলছিলাম। এ সময় আমরা ৪৮ জনের মধ্যে মাত্র ১৪ জন উপস্থিত ছিলাম।'

এ বিষয়ে বিভাগের সভাপতি ও অভিযুক্ত শিক্ষক মাহবুবুল হক ভুঁইয়া বলেন, 'আমি ক্লাস নিচ্ছিলাম না। পরীক্ষার জন্য ওই ব্যাচের ক্লাস বহু আগেই বাতিল করা হয়েছে। পরীক্ষা চলমান থাকলে কিভাবে ক্লাস হতে পারে। আমি ক্যাম্পাসে অন্যায়-অবিচার নিয়ে কথা বলায় আমার বিরুদ্ধে এমন ষড়যন্ত্র হচ্ছে।'

শাখা ছাত্রলীগের সভাপতি ইলিয়াস হোসেন সবুজ বলেন, 'আমরা তাকে ক্লাসে পেয়েছি। তিনি শোক দিবসে ক্লাস নিয়ে ধৃষ্টতা দেখিয়েছেন। আমার তার বহিষ্কার দাবি করছি।'

এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আলী আশরাফ বলেন, 'আমি একটা অভিযোগ পেয়েছি। যাচাই-বাছাই করে ব্যবস্থা নেয়া হবে।'

এদিকে গতকালও বঙ্গবন্ধুর ভাস্কর্যের সামনে দুর্নীতির বিরুদ্ধে নৃবিজ্ঞান বিভাগের সহকারী অধ্যাপক মো. আসাদুজ্জামান ৩য় দিনের মতো দুর্নীতি বিরোধী প্ল্যাকার্ড নিয়ে অবস্থান করেছেন। বঙ্গবন্ধুর ভাস্কর্যে দুর্নীতি হয়েছে দাবি করে নিজ ফেসবুক প্রোফাইলে দেয়া স্ট্যাটাসকে কেন্দ্র করে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের চিঠি দেয়ায় গত বৃহস্পতিবার থেকে অবস্থান করে আসছেন তিনি। তার ওই অবস্থান কর্মসূচির সঙ্গে একাত্মতা পোষণ করেছে কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি ও বঙ্গবন্ধু পরিষদ। অবস্থানকালে আসাদুজ্জামান সাংবাদিকদের বলেন, 'আমার অবস্থান অব্যাহত থাকবে। আমি দুর্নীতির বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছি। ভাস্কর্য নির্মাণে নিম্নমানের সামগ্রী ব্যহার করা হয়েছে। আমি সেই পরিপ্রেক্ষিতেই স্ট্যাটাস দিয়েছি। আমাকে হয়রানি করতে চিঠি দেয়া হয়েছে।' এ অবস্থান অব্যাহত থাকবে বলেও জানান ওই শিক্ষক।